



129913 - খাবার খাওয়ার আগে মাগরবিরে নামায পড়বে? নাকি মাগরবিরে নামাযের আগে খাবার খাবে?

প্রশ্ন

একজন মুসলমি কোন পদ্ধতিতে ইফতার করবে? কেননা অনেকে মানুষ খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকে; এমনকি মাগরবিরে ওয়াক্ত শেষে যায়। যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসে করেন তারা বলবে: খাবারের উপস্থিতিতে নামায নাই। এই কথা বলে কতিদরে বপিক্ষে দললি দয়ো যায় যে, মাগরবিরে ওয়াক্ত সংকীরণ? এখন আমি কী করব? আমি কি খজের দিয়ে ইফতার করে মাগরবিরে নামায আদায় করব; তারপর খাওয়া পরপূর্ণ করব? নাকি পরপূর্ণভাবে খেয়ে তারপর মাগরবিরে নামায আদায় করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নত হলো: রোযাদার অবলিম্বে ইফতার করা; যদি সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিতি হয়। যেহেতু হাদিসে এসেছে: “যতদনি মানুষ অবলিম্বে ইফতার করবে ততদনি তারা কল্যাণে থাকবে”। এবং হাদিস “আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা হচ্ছে যে অবলিম্বে ইফতার করে”। রোযাদারের অধিক পূর্ণাঙ্গ বশেষিট্য হচ্ছে: কয়কেটি খজের দিয়ে ইফতার করা। এরপর অবশেষ্ট খাবার মাগরবিরে নামাযের পর গ্রহণ করা। এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে অবলিম্বে ইফতার করা ও মাগরবিরে নামায প্রথম ওয়াক্তে জামাতের সাথে আদায় করা উভয় সুন্নতের উপর আমল করা যাবে।

পক্ষান্তরে, “খাবারের উপস্থিতিতে নামায নাই এবং পায়খানা-পশোবকে আটকে রেখে নামায নাই” হাদিস এবং “যদি রাত্রে খাবার উপস্থিতি হয় এবং এশার নামাযও উপস্থিতি হয়; তাহলে রাত্রে খাবার দিয়ে শুরু করুন” হাদিস এবং এ অর্থবোধক অন্য হাদিসগুলো থেকে উদ্দেশ্য হলো: যে ব্যক্তির সামনে খাবার পশে করা হয়েছে কথিবা তিনি খাবারের সামনে হায়রি হয়েছেন; তিনি নামাযের আগে খাবার গ্রহণ করবেন। যাতে করে তিনি এমতাবস্থায় নামাযে আসতে পারেন যে, তার মন খাবারের প্রতি উন্মুখ থাকা থেকে মুক্ত। যাতে করে মনোযোগী অন্তর নিয়ে নামায পড়তে পারেন। কিন্তু, তার জন্য এটি সমীচীন নয় যে, তিনি নামায পড়ার আগে খাবার হায়রি করতে বা পশে করতে বলবেন; যদি এটি করলে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা কথিবা জামাতের সাথে নামায আদায় করা ছুটে যায়।

আল্লাহই তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।”[সমাপ্ত]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি



শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল আযযি আলুশ শাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গাদইয়ান, শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান, শাইখ বকর আবু যাইদ।

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি, আল-মাজমুআ আছ-ছানিয়া (৯/৩২)]